ছত্রাকের বহিরাবরণ

শক্তি সেনগুপ্ত

মোহিনী কোথায় তুমি? এইখানে থাকবে বলেছিলে !

এইমাত্র পোদ্দার কোর্ট থেকে নেমে আসছি,
এতক্ষণ সঙ্গে ছিল একজন বিপুল গন্ধর্ব,
তাকে আমি নহবত, পঞ্চবটি, বাসনমাজার ঘাট দেখিয়ে দিয়েছি।
এখন আবার যদি মেহেতা এষ্টেটে
গজেন্দ্র মুন্সীর কাছে যেতে হয় -- তবে ঐ এজরা স্ট্রীট বটতলার
বাঁদিকের গলি হয়ে যাবো; ততক্ষণ মোহিনী তুমি
তোলা উনুন, শূন্য খাঁচা আর পোর্টেব্‌ল তুলসীমঞ্চ নিয়ে
যে গেরস্থ ঠেলার পিছনে হাঁটছে, তাকে একটু দেখো।

আমি ঠেলাওয়ালার পায়ের ছড়ানো আঙুলে লক্ষ্য রেখে
ওদিকের ফুটপাতে উঠি। আখমাড়াই -এর ঘন্টা ছন্দে ছন্দে
বেজে ওঠে -- আহা আখ! দিয়াড়ার গনেশদার বাড়িতে
পুকুরের বাঁধানো ঘাটে আমি আর গনেশদার বোন বীণা
একই আখে দুজনার রসাস্বাদন সেরে বলেছিলাম আবার আসবো;
যাইনি, যাওয়া হয়নি আর। এই লীলা অংশভাগী মোহিনী গো
ঐ দ্যাখো তপ্তভুজার বালি মেখে মেখে ভুট্টাফুল নাচে,
ছায়ার আপেলগুলি রসুনচড়ার মতো জাগ্রত রয়েছে।

এই যে গলির বর্ণাশ্রম আর শুদ্ধ জলে বসবাসকারী
এই কলতলা সমাজ -- কালো পাথরের বুননবিন্যাসে
তার যুগনদ্ধ ছায়াগুলি দেখতে দেখতে যেই
মুখ তুলেছি আবার, মোহিনী তুমি জোড়ামন্দির আর
পাদপদ্মে গুজরী পঞ্চম নিয়ে দপ্ করে জ্বলে উঠলে;
উত্তেজিত গোনাডের ঝোঁকে মাথার পিছনে খুঁজি অলৌকিক
জ্যোতির্বলয়। একজোড়া বাড়তি হাত, একটুখানি লেলিহান জিভ
থাকলে, এইখানেই বসে পড়ে বলতাম ঃ এই নাও সব চতুরালি

এই নাও লাল নীল কাঁচ, সমস্ত পোষাকে আমার এই তালি
কিন্তু আঁকা। ঝুলিতে যা কিছু আছে --- একটাও মন্ত্রপুত নয়;
শুধু এই প্লাসটিকের বাঘনখ, পিভিসির বায়ুডিম নিয়ে
আবার নাছোড় সেই খরার দেশেই ফিরে যাবো।
এখানের আমণ্ডল আর জৈব অনুপাত
কোন রসমৃত্তিকাবাসী ছত্রাকের উপযুক্ত নয়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com